এমএসএস খবর

এপ্রিল, ২০২৩ সংখ্যা

MSS
Working for the People

রাজশাহীতে এমএসএস শিশুকানন প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু

তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য আরামদায়ক পরিবেশে শিক্ষার পাশাপাশি শিশুর শারিরীক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে রাজশাহীর ৪টি উপজেলায় মোট ১০টি বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে এমএসএস শিশুকানন প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়। রাজশাহী জেলার পবা, তানোর, চারঘাট ও মোহনপুর উপজেলার মোট ২০০ শিশু এসব প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহন করছে।

২০২১ সাল হতে এমএসএস রাজশাহী ছাড়াও সৈয়দপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ে নিজস্ব পাঠ্যক্রমের আলোকে ২৫টি শিশুকানন প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৯৯ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদান অব্যাহত রয়েছে। সংস্থাটি শিশুকাননের সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতি বছর বিনামূল্যে স্কুলড্রেস, বইসহ প্রয়োজীনয় শিক্ষামূলক উপকরণ বিতরণ করে।

ঠাকুরগাঁওয়ে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু

গর্ভবতী ও প্রসূতী নারী এবং শিশুদের জন্য মানসম্পন্ন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঠাকুরগাঁওয়ে যাত্রা শুরু করেছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী একটি অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম শুরু হয়।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের আওতায় গর্ভবতী ও প্রসূতী মায়েদের প্রসব পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবা, রেফারেল সেবা, মাসিক চেকআপ সহ ০-১ বছর বয়সী শিশুদের অপুষ্টি চিহ্নিতকরণ, স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের কাজ শুরু করা হয়েছে।

নির্দিষ্ট ও লক্ষিত গর্ভবতী ও প্রসূতী প্রত্যেকের বাড়িতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ধাত্রী ও নার্সের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের মেডিকেল ইতিহাস, ওজন, রক্তচাপ, হিমোগ্লোবিন, ইডিমা, জারায়ুর অবস্থা, শিশুর নড়াচড়া, হৃদস্পন্দনসহ অন্যান্য উপসর্গ গুলো দেখা হয়।

বারিধারা পার্কে আই কেয়ার প্রোগ্রামের বিনামূল্যে চক্ষু শিবির

মানবিক সাহায্য সংস্থার আই কেয়ার প্রোগ্রামের সহযোগিতায় বারিধারা সোসাইটির উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের মাধ্যমে সর্বমোট ৪৬৯ জনকে সেবা করা হয়েছে। গত ৫-৭ এপ্রিল ২০২৩ প্রতিদিন সকাল ১০:০০ টা থেকে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত বারিধারা পার্কে গৃহকর্মী, নিরাপত্তাকর্মী, ড্রাইভারসহ অন্যান্য সেবাপ্রার্থীদের বিনামূল্যে চক্ষুসেবা প্রদান করা হয়েছে। সেবাপ্রাপ্ত রোগীর মধ্যে চোখে ছানি শনাক্ত হওয়া ২২ জন। এছাড়া রোগীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র ২৮৯ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

উক্ত প্রোগ্রামে মানবিক সাহায্য সংস্থা ও বারিধারা সোসাইটির সভাপতি ফিরোজ এম হাসান, এক্সিকিউটিভ সদস্যসহ সোসাইটির অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ফিরোজ এম হাসান বলেন, "আই কেয়ার প্রোগ্রামের সহযোগিতায় আমরা এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করতে পেরে খুবই আনন্দিত। সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ভবিষ্যতেও আমরা এ ধরনের চক্ষু শিবিরের আয়োজন করবো।"

রেহেনা-আজিজের পরিবারে সুদিন ফিরিয়েছে এমএসএস

বগুড়ার সাবগ্রাম ইউনিয়নের গোবরধনপুর গ্রামের অসচ্ছল রেহেনা-আজিজ দম্পত্তির পরিবারে সুদিন ফিরিয়েছে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) এর মহিলা ঋণদান কর্মসূচি। বাড়ির পাশের পতিত জমিতে ফলের বাগান করে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করছেন এই দম্পত্তি।

রেহেনা বেগম মানবিক সাহায্য সংস্থার ২নং জোনের অন্তর্ভূক্ত ১৭নং এরিয়ার ৮১নং শাখার সদস্য। তার স্বামীর নাম আঃ আজিজ মিয়া। ২০১৯ সালে শখের বশে বাড়ির পাশের পতিত জমিতে একটি ফল বাগান করেন রেহেনা-আজিজ দম্পত্তি। তবে বাগান করার কিছু দিনের মধ্যেই তারা আর্থিক ও কারিগরি সমস্যার সম্মুখীন হোন। পরবর্তীতে এমএসএস-এর ঋণ ও উপজেলা কৃষি অফিস হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহনের মাধ্যমে তারা বাগানটি সম্প্রসারণ করেন ।

বর্তমানে তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে চারা ও কাটিং সংগ্রহ করে বাগানে রোপন করে উন্নত মানের ফল উৎপাদনের মাধ্যমে বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। তাদের বাগানে রয়েছে চায়না কমলা, বলসুন্দরী কুল (বরই), ভিয়েতনামী মাল্টা, ভারতীয় উন্নত মানের কমলা, আঙ্গুরসহ আরো বিভিন্ন প্রজাতির ফল। এছাড়াও তারা বাগানে মরিচ, ফুলকপি, টমেটো, হলুদ ও রসুনের মত ফসল চাষ করে বাড়তি আয় করছেন। ভবিষ্যতে বাগান আরো সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে তাদের।

রেহেনা বেগমের মতে মানবিক সাহায্য সংস্থার সহযোগিতা ছিল বলেই আজ তারা স্বচ্ছলভাবে দিনযাপন করছেন। তাই এমএসএস- এর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন রেহেনা-আজিজ দম্পতি।

মানবিক সাহায্য সংস্থার মহিলা ঋণদান কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে ১,৭৭,০০৯ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে যার মধ্যে ঋণী সদস্যের সংখ্যা ১,৪৯,২৫৩ জন।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org